মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

নথি নং -বিঅ-৬/৬৭৯৮/{issue_no}}

তারিখ: ১৯-১০-২০২০

বিষয়: অভিযোগ তদন্ত প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ০৪-১০-২০২০ তারিখের আবেদন (আইডি- (২৪৮৪)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলাধীন শেখরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এর প্রধান শিক্ষকের বিরদ্ধে ১২ নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রধান শিক্ষক বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ বার বার তাকিদ দেয়ার পরও হিসাব দেন না। বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে অতিরিক্ত ৫০-১০০ টাকা করে আদায় করেছে এবং ২০১৭-২০১৮,২০১৯-২০২০ সালের ক্যাশবুক শূন্য অবস্থায় আছে। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৯-১০-২০২০
(ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
০৪২১-৬৮৬৩৪

জেলা শিক্ষা অফিসার
ঝিনাইদহ।

নথি নং-বিঅ-৬/৬৭৯৮/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৪৩৫ (৫)

তারিখ: ১৯-১০-২০২০

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।
২। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।
৩। প্রধান শিক্ষক, শেখরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।
৪। অভিযোগকারী, ১২ নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ।
৫। অফিস নথি।

১৯-১০-২০২০
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

কমিটি প্রধান শিক্ষক এর উক্তরুপ আয়-ব্যয় নিয়া হযবরল করায় প্রায় দুই বছর বরখাস্ত সময় পার করেন। সু-চতুর প্রধান শিক্ষক রাজনৈতিক নীতি পরিবর্তন করিয়া বর্তমান সরকার দলীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসায় বরখাস্ত থেকে আবার পুর্নবহালে আসেন। সে কারনে পূর্বের সেই আচরনে আবার ও ফিরে আসেন। যার কারনে ৩/৪ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব নাই এবং ক্যাশ বুক শুন্য, বাসায় রেখেছেন। তবে আমরা নিম্নস্বাক্ষকারী অবাক হইলাম এই মর্মে যে শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পদস্ত কর্মকর্তা গত ২৫/০৬/২০১৮ তারিখে বিদ্যালয়টি কাগজে কলমে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করিয়া কোন কাগজ পত্রের আলোকে একটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন তাহা আমাদের ব্যবস্থাপনা কমিটির বোধগম্য নয়। প্রকাশ থাকে ২৯/০৪/২০১৮ তারিখে বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা অথচ প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বরাবরের পরিদর্শন ও নিরীক্ষার এক কপি প্রতিবেদন বিদ্যালয়ের ঠিকানায় প্রেরণ করিলে প্রধান শিক্ষক সেটি গোপন রাখিয়া কমিটির মেয়াদ শেষ অথচ পুনরায় কমিটি করিবে মর্মে তফশীল ঘোষনার পর উক্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষার কাগজ সভাপতির নিকট বিলম্বে প্রদান করেন। অথচ আমরা জানি একটি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর প্রাণ কেন্দ্র একটি বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের যথাযথ হিসাব নিকাশ ক্যাশবুক যথাযথ রক্ষা করা মুভমেন্ট রেজিষ্টার তার কোন কিছুই ঠিক নাই। অথচ প্রধান শিক্ষক কৌশলে কমিটির মেয়াদ পার করিয়া কোন পদ্ধিতিতে এত অনিয়মে ভরা বিদ্যালয়ের মন্ত্রণালয়ের মত দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুকুলে পেলেন সেটা জানিতে পারিলাম পরিদর্শনি প্রতিবেদন বিদ্যালয়ের সভাপতির কপি হাতে পাওয়ার পর। ইহা ছাড়াও প্রধান শিক্ষক সহকর্মীদের সহিত প্রতিনিয়ত খারাপ আচারণ করে। কোন শিক্ষক-ই তার ভয়ে কথা বলতে পারে না। বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সহিত খুবই খারাপ আচারণ করেন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা আমাদের উল্লেখিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মনোয়ার হোসেন মোল্লা কিভাবে কোন ক্ষমতাবলে ৩/৪ বছরের বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন আয়-ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখিয়া এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ভরা একটি বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুকুলে নিলেন এবং কিভাবে এত অনিয়মের মধ্যেও বহাল তবিয়াতে দাপটের সহিত প্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন তাহার সঠিক ও সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিনয়ের সহিত সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

অনুলিপি অবগতির ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:
০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষামন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
০৪। জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ।
০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
০৬। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইদহ।
০৭। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

বিনীত দরখাস্তকারীগণ
কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে

০৪.১০.২০১৮
চেয়ারম্যান
১২ নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ

যশোর।

বিষয়ঃ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন মোল্লার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ বিষয়ে উল্লেখিত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য বৃন্দ। বিদ্যালয়ের বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের অভ্যান্তরীন আয় ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ বার বার তাগিদ দেওয়ার সত্বেও হিসাব দেন না। এমনকি বিদ্যালয়ের মুল ক্যাশ বুক দেখাতে বললে দিনের পর দিন ঘুরাইয়া বলে ক্যাশ বুক দেখানো কোন বিধান নাই। ক্যাশ বুক আমি বাড়ী রেখেছি দেখানো যাবেনা। তারপর তিনি বিভিন্ন প্রকার মনগড়া ভাউচার তৈরী করে কমিটির সামনে উপস্থান করে স্বাক্ষর করতে বলে। শত শত ভাউচার তৈরী করে খরচ করেছে মর্মে ভাউচার অনুমোদন চাই। কিন্তু কমিটির সদস্যবৃন্দ বার বার হিসাব দিতে বলে ক্যাশ বুক দেখাতে বলে কোন কিছু সে কর্ণপাত করেন না। বিদ্যালয়ে সে কোন মাসেই নিয়মিত আসেন না বা কোন ক্লাস রুমে ছাত্র/ছাত্রীর পাঠ দান করেন না। যে যেদিন আসেন সেদিন অনুপস্থিত দিনের হাজিরা সম্পন্ন করে নেন। এজন্য কমিটির সভাপতি কয়েকবার সকল শিক্ষদের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক এর হাজিরায় লাল কালির স্বাক্ষর করে রাখেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক ফ্লুইড দিয়ে সেরে নেন। প্রধান শিক্ষক কে বার বার মুভমেন্ট রেজিষ্টার চালু করতে বলা হয় অথচ তিনি বলেন সব প্রধান শিক্ষকই মুভমেন্ট রেজিষ্টার মেন্নে চলে না। আমি তেমইন একজন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার অর্থ আদায়ে কোন রশিদ দেন না। আদায়কৃত অর্থ নিয়মিত ব্যাংকে জমা না করিয়া যখন তখন ইচ্ছামত খরচ করেন। বিশ মাইল দুর ঝিনাইদহ শহর হতে বিদ্যালয়ে যখন আসা যাওয়া করেন বিদ্যালযের টাকায় সর্ব শেষ গত ২৫/০৬/২০১৮ তারিখের মন্ত্রনালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে পরিদর্শন কালে প্রধান শিক্ষক অত্যান্ত কুকৌশলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন শেষ করান এবং কোন প্রকার বিদ্যালয়ে আয় ব্যয়ের হিসাব দেখান নাই। এমনকি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বিষয়টি জানায়নি। উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্মচারীর নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ জোরপূর্বক আদায় করিয়া নেই। আদায়কৃত অর্থ কোথায় কিভাবে ব্যয় করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন নিজের অনুকুলে সংগ্রহ করেন। অথচ আমরা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কমিটি বার বার বিদ্যালযের আয় ব্যয়ের হিসাব চাহিলে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করিয়া কমিটির মেয়াদ শেষ করিবার পায়তারা করেন। সর্বশেষ আমরা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রধান শিক্ষক এর আয় ব্যায়ের হিসাব এবং ক্যাশ বুক না দেখাইলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইবো বলিলে প্রধান শিক্ষক বলেন যে উর্দ্ধতন সকল কর্মকতাকে আমি নিজের মত রেখেছি। আমার বিরুদ্ধে কোথাও অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। আমাদের অভিযোগ দাখিল মুহুর্তে দেশে করোনা ভাইরাসের কারনে লক ডাউন হওয়ায় এই সুযোগে চতুর প্রধান শিক্ষক কমিটির মেয়াদ শেষের দিক পরবর্তী কমিটি গঠনের পর বিদ্যালয়ের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব এবং মুভমেন্ট রেজিষ্টার অর্থ আদায়ের রশিদ, ক্যাশবুক সহ যাবতীয় হিসাব দিবেন বলিয়া কমিটি গঠন কল্পে পরিকল্পিত ভাবে ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তি নাম অন্তর্ভুক্তি এবং বৈধ অভিভাবককে ইচ্ছাকৃত ভোটার তালিকায় নাম না দিয়া আবার ভোটার তালিকায় যাদের নাম দেয় নি তাদেরকে দিয়া পরিকল্পিভাবে আদালতে মামলা করাইয়া পুরা কমিটির কার্যক্রম বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কমিটির মেয়াদ শেষ করিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মহাআনন্দে আয়-ব্যয় করিয়া চলিতেছে। অথচ আমরা কমিটির সদস্য বৃন্দ কমিটির মেয়াদ থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়া রেজুলেশন সহ দরখাস্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর পূর্ব থেকে লিখিয়া রাখি। এমন কি কমিটির মেয়াদ শেষের এক মাস পূর্বের থেকেই প্রধান শিক্ষক বেতন বিলের স্বাক্ষর কমিটির সভাপতি দিয়ে করান নাই। বিদ্যালয়ের অষ্টম এবং ৯ম শ্রেণির রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে বিনা রশিদে ৫০-১০০ টাকা পর্যন্ত বেশী আদায় করেছে। বিদ্যালযের সকল গুরুতপর্ণ রেজিষ্টার বিদ্যালয়ে না রাখিয়া নিজের বাসায় রাখেন।